POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড
2

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
19

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 11 ই মে, 2017 11 হিজরত, 1396 হিজরী শামসী 14 শাবান 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

হে পুণ্যকর্ম ও সাধুতার প্রতি আহুত জনমণ্ডলী! নিশ্চয় জানিও খোদা তা'লার প্রতি আকর্ষণ তোমাদের মধ্যে তখনই জন্মিবে এবং তখনই তোমাদিগকে পাপের ঘৃণিত কলঙ্ক হইতে পবিত্র করা হইবে, যখন তোমাদের হৃদয় একীন-পূর্ণ হইবে।

মানুষ যেমন ইন্দ্রীয় ভোগের সামগ্রী দেখিয়া সেই দিকে আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ যখন সে একীনের সাহায্যে আধ্যাত্মিক স্বাদ লাভ করে, তখন সে খোদা তা'লার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার সৌন্দর্য তাহাকে এইরূপ মুগ্ধ করিয়া দেয় যে, অন্যান্য যাবতীয় বস্তু তাহার নিকট একেবারে বাতিল ও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

হে পুণ্যকর্ম ও সাধুতার প্রতি আহুত জনমণ্ডলী! নিশ্চয় জানিও খোদা তা'লার প্রতি আকর্ষণ তোমাদের মধ্যে তখনই জন্মিবে এবং তখনই তোমাদিগকে পাপের ঘৃণিত কলঙ্ক হইতে পবিত্র করা হইবে, যখন তোমাদের হৃদয় একীন-পূর্ণ হইবে। সম্ভবতঃ তোমরা বলিবে যে, তোমাদের একীন লাভ হইয়াছে, কিন্তর স্মরণ রাখিও, ইহা তোমাদের আত্ম-প্রতারণা মাত্র। নিশ্চয় তোমরা একীন লাভ কর নাই, কেননা উহার উহার উপাদান অর্জিত হয় নাই। কারণ, তোমরা পাপ হইতে বিরত থাকিতেছ না। সৎকর্মে যেইরূপ অগ্রসর হওয়া উচিত, তোমরা সেইরূপ অগ্রসর হইতেছ না এবং যেইরূপে ভয় করা উচিত, সেইরূপ ভয় তোমরা করিতেছ না। নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ যাহার এই একীন আছে যে, অমুক গর্তে সাপ আছে-সে কি সেই গর্তে হাত দিবে? যাহার একীন আছে যে, তাহার খাদ্যে বিষ মিশ্রিত আছে-সে কি সেই খাদ্য খাইতে পারে? যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় যে, অমুক জঙ্গলে এক হাজার রক্তপিপাসু বাঘ আছে, তখন কেমন করিয়া তাহার পা অসাবধনতা ও উদাসীনতাবশতঃ সেই জঙ্গলের দিকে আগাইবে?

তোমাদের হাতা, পা, কান ও চোখ কিভাবে পাপকর্ম করিতে সাহসী হইবে, যদি খোদা তা'লা ও তাঁহার পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি একীন থাকে? পাপ 'একীন' এর উপর জয়ী হইতে পারে না। যখন তোমরা এক ভস্মকারী ও গ্রাসকারী অগ্নি দেখিতে পাও, তখন কেমন করিয়া সেই অগ্নিতে নিজ দেহ নিক্ষেপ করিতে পার? 'একীনের' প্রাচীর আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত। শয়তান উহাতে আরোহন করিতে পারে না। যিনি পবিত্র হইয়াছেন, একীনের সাহায্যেই হইয়াছেন। 'একীন' দুঃখ বরণ করিবার শক্তি দান করে। এমনকি এক বাদশাহকে সিংহাসন ত্যাগ করাইয়া ভিক্ষুকের বেশ পরিধান করায়। 'একীন' সর্ব প্রকার দুঃখ সহজ করিয়া দেয়। 'একীন' খোদা তা'লার দর্শন লাভ করায়। প্রত্যেক কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) মিথ্যা, এবং প্রত্যেক ফিদিয়া (বিনিময়) নিষ্ফল। প্রত্যেক প্রকারের পবিত্রতা 'একীনের পথ ধরিয়া আসে। সেই জিনিষ- যাহা পাপ হইতে মুক্ত করিয়া খোদা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয় এবং সততা ও দৃঢ়তায় ফেরেশতা হইতেও অধিক অগ্রগামী করিয়া দেয়-উহা 'একীন'।

প্রত্যেক ধর্ম, যাহা 'একীন' লাভের উপকরণ সরবরাহ করিতে পারে না, তাহা মিথ্যা। প্রত্যেক ধর্ম, যাহা একীনের সাহায্যে খোদাকে দেখাইতে পারে না, তাহা মিথ্যা। কিস্সা কাহিনী ছাড়া যে ধর্মে অন্য কিছু নাই, তাহার প্রত্যেকটিই মিথ্যা।

খোদা তা'লা পূর্বে যেইরূপ ছিলেন এখনও সেইরূপই আছেন; তাঁহার 'কুদরত' (সর্বশক্তিমত্তা) পূর্বে যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে; তাঁহার নিদর্শন দেখাইবার ক্ষমতা যেমন পূর্বে ছিল, তাহা এখনও আছে। সুতরাং তোমরা শুধু কিস্সা কাহিনীতে কেন সন্তুষ্ট থাক? ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই জামাত যাহার অলৌকিক বিষয়াবলী কেবল কিস্সা, যাহার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ কেবল কিস্সা, এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই জামাত যাহার উপর খোদা তা'লা অবতীর্ণ হন নাই এবং যাহা 'একীনের সাহায্যে খোদা তা'লার হস্ত দ্বারা পবিত্র হয় নাই।

মানুষ যেমন ইন্দ্রীয় ভোগের সামগ্রী দেখিয়া সেই দিকে আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ যখন সে একীনের সাহায্যে আধ্যাত্মিক স্বাদ লাভ করে, তখন সে খোদা তা'লার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার সৌন্দর্য তাহাকে এইরূপ মুগ্ধ করিয়া দেয় যে, অন্যান্য যাবতীয় বস্তু তাহার নিকট একেবারে বাতিল ও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। মানুষ তখনই পাপ হইতে মুক্তি পায়, যখন সে খোদা তা'লা এবং তাঁহার মহাশক্তি, পুরস্কার ও শাস্তি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে। অজ্ঞতাই সর্বপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলার মূল। যে ব্যক্তি একীনি মা'রেফাত (নিশ্চিত-জ্ঞান) হইতে কিছুমাত্র অংশ লাভ করে, সে কখনও উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে না।

যদি কোন গৃহের মালিক জানিতে পারে যে, এক প্রবল বন্যা তাহার গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেছে, কিম্বা তাহার গৃহের আশেপাশে আগুন লাগিয়াছে এবং মাত্র অল্প জায়গা বাকি আছে তখন সে সেই গৃহে থাকিতে পারেনা। তাহা হইলে কেমন করিয়া তোমরা খোদা তা'লার পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি একীন রাখার দাবী করার পর নিজেদের ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে রহিয়াছ?

(কিশতিহ নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৮০-৮১)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মুসলমানদের পক্ষে কি পশ্চিমা সমাজে সমন্বিত হওয়া সম্ভব?

জার্মানির বায়তুর রশীদ মসজিদে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভাষণ

৫ই মে, ২০১২ (দ্বিতীয় পর্ব)

যদি কোন ব্যক্তি নিজ অবলম্বনকৃত দেশের বিরুদ্ধে কাজ করে বা এর কোন ক্ষতি করে তবে তাকে রাষ্ট্রের এক শত্রু, এক বিশ্বাসঘাতক হিসেবে গণ্য করে দেশের আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা উচিত।

এতে একজন মুসলমান অভিবাসীর ক্ষেত্রে অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। আর সেই ক্ষেত্রে, যেখানে একজন স্থানীয় জার্মান বা যে কোন দেশের কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন, এটি তার জন্য একেবারে স্পষ্ট যে, তার নিজ মহান দেশের প্রতি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করা ছাড়া তার জন্য অন্য কোন পথ থাকতে পারে না। আরেকটি প্রশ্ন মাঝে মধ্যেই উত্থাপিত হয়, আর তা এই যে, যখন পাশ্চাত্যের কোন মুসলমান দেশের সাথে যুদ্ধে রত হয় তখন পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মুসলমানদের করণীয় কি? এ প্রসঙ্গে আমার প্রথমেই উল্লেখ করা উচিত যে, আমাদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, আমরা এখন এমন যুগে রয়েছি যেখানে ধর্মযুদ্ধ পুরোপুরি রহিত হয়েছে। ইতিহাসের পরিক্রমায় এমন সময় এসেছে যখন মুসলমান এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যুদ্ধ সমূহ সংঘটিত হয়েছে। সে সকল যুদ্ধে অমুসলিমদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের হত্যা করে ইসলাম ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

প্রাথমিক যুদ্ধগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রে, অমুসলিমরা প্রথম আগ্রাসী পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এর ফলে মুসলমানদের পক্ষে নিজেদেরকে এবং নিজ ধর্মকে রক্ষা করা ছাড়া উপায়ন্তর ছিল না। কিন্তু, মসীহ মওউদ (আ.) ব্যাখ্যা করেছেন যে, সেরূপ পরিস্থিতি আর বিদ্যমান নয়। কেননা আধুনিক যুগের এমন কোন সরকার নেই যারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে যুদ্ধ ঘোষণা বা পরিকল্পনা করছে। বরং এর বিপরীতে আজ পাশ্চাত্য এবং অমুসলিম দেশগুলির বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠে উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় স্বাধীনতা বিদ্যমান। আমাদের জামাত এরূপ স্বাধীনতাসমূহের জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, যা আহমদী মুসলমানদেরকে অমুসলিম দেশগুলিতে ইসলামের বাণী প্রচারের অনুমতি দেয়। এর ফলে আমরা ইসলামের প্রকৃত ও সুন্দর শিক্ষাসমূহ, যেগুলো শান্তি ও সৌহার্দ্যের,পাশ্চাত্য জগতে উপস্থাপনের সুযোগ পাই। নিশ্চিতভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা কারণে আজ আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে সত্য ইসলামের চিত্র উপস্থাপনের সুযোগ পাচ্ছি। অতএব স্পষ্টতঃই আজ কোন ধর্মীয় যুদ্ধের প্রশ্ন নেই। এর বাইরে কেবল যে পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পরে তা এই যে, যেখানে একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সাথে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের, বা অপর যে কোন দেশের ধর্মযুদ্ধ নয় এমন যুদ্ধের সূচনা হয়। তখন সেই খৃষ্টান বা অন্য ধর্মাবলম্বী দেশের বসবাসকারী মুসলমানের প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিত? এ প্রশ্নের উত্তরে ইসলাম একটি স্বর্ণালী নীতি প্রদান করেছে আর তা এই যে, কারো কখনো কোন প্রকার নিষ্ঠুরতা বা নির্যাতনে সহযোগিতা করা উচিত না। সুতরাং যদি নিষ্ঠুরতা বা অত্যাচার মুসলমান দেশের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে সেটি বন্ধ করা উচিত। আর যদি কোন খৃষ্টান দেশের পক্ষ থেকে নির্যাতন-নিপীড়ন পরিচালিত হয়ে থাকে তাহলে সেটিও বন্ধ করা উচিত।

একজন একক নাগরিক কিভাবে তার নিজ দেশকে অন্যায়-অবিচার করা থেকে বিরত রাখতে পারে? এর উত্তর অত্যন্ত সহজ। আজ পাশ্চাত্য জগত জুড়ে গণতন্ত্র বিদ্যমান। যদি কোন বিবেকবান নাগরিকের দৃষ্টিতে তার সরকারের আচরণ নিপীড়নমূলক হয়ে থাকে, তাহলে এর বিরুদ্ধে তার আওয়াজ উঠানো উচিত এবং নিজ দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করা উচিত। অথবা এমনকি একদল মানুষও দণ্ডায়মান হয়ে এ বিষয়ে প্রয়াসী হতে পারে। যদি কোন নাগরিক দেখে যে তার দেশ অপর কোন দেশের সার্বভৌমত্বের উপর হস্তক্ষেপ করছে, তখন তার নিজ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করে নিজ উদ্বেগ প্রকাশ করা উচিত। রুখে দাঁড়িয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজ উদ্বেগসমূহ ব্যক্ত করা কোনরূপ বিদ্রোহ বা দেশদ্রোহিতার কাজ নয়। বরং এটি আপনার দেশের প্রতি প্রকৃত ভালবাসারই এক অভিব্যক্তি। একজন ন্যায়বান নাগরিক নিজ দেশের সুনামকে কলঙ্কিত হতে বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে পদদলিত হতে দেখা সহ্য করতে পারেন না আর তাই এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার মাধ্যমে দেশের প্রতি তার ভালবাসা ও বিশ্বস্ততাই তিনি প্রকাশ করছেন।

যতদূর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও এর প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পর্ক, ইসলাম শিক্ষা দেয় যে যেখানে কোন দেশের উপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা হয়, তখন অন্যান্য দেশের একতাবদ্ধ হয়ে আগ্রাসীকে বিরত করার চেষ্টা করা উচিত। যদি আগ্রাসী দেশের শুভ বুদ্ধির উদয় হয় এবং তারা পশ্চাদপসারণ করে তবে তাদের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বা পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে এর উপর নিষ্ঠুর শাস্তি আর অন্যায় সিদ্ধান্তসমূহ চাপিয়ে দেওয়া উচিত না। সুতরাং সম্ভাব্য সকল পরিস্থিতির জন্য ইসলাম সমাধান ও সুরাহার পথ প্রদান করে। ইসলামের শিক্ষার সারকথা হল আপনাকে অবশ্যই শান্তির বিস্তার করতে হবে এমনকি মহানবী (সা.) একজন মুসলমানের সংজ্ঞা এই দিয়েছেন যে, সেই ব্যক্তি যার হাত ও জিহ্বা (কাজ ও কথা) থেকে অপর সকল শান্তিপূর্ণ মানুষ নিরাপদ। যেভাবে আমি ইতিমধ্যেই বলেছি, ইসলাম এ শিক্ষা দেয় যে, কখনো নিষ্ঠুরতা বা অত্যাচারের সহযোগিতা করবে না। এটি এই সুন্দর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা যা একজন প্রকৃত মুসলমানকে, তিনি যে দেশেই বাস করুন না কেন এক সম্মান ও মর্যাদার অবস্থান দান করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে সকল আন্তরিক ও ভদ্র মানুষ তাদের সমাজে এমন শান্তিপূর্ণ ও সুবিবেচক মানুষের প্রত্যাশা করবে।

মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে তাদের জীবন যাপনের জন্য আরেকটি সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিখিয়েছেন যে, সবসময় যা কিছু উত্তম এবং পবিত্র একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর সেটির অনুসন্ধানে থাকা উচিত। তিনি শিখিয়েছেন যে যখনই কোন মুসলমান কোন জ্ঞানের কথা বা মহৎ কিছুর সন্ধান পান, তার উচিত সেটিকে নিজ, উত্তারিধারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ন্যায় গণ্য করা। অর্থাৎ যে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে মানুষ নিজ ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকার অর্জনের চেষ্টা করে, মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, বিজ্ঞ পরামর্শ এবং উত্তম যা কিছু আছে তা যেখানেই পাওয়া যাক না কোন তা গ্রহণ করে তা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য যেন তারা চেষ্টা করে। এমন এক সময়ে যখন সমাজে অভিবাসীদের একাত্ম হওয়ার বিষয়ে এত বেশি উদ্বেগ ও টানাপড়েন, তার জন্য এটি কতই না সুন্দর ও পরিপূর্ণ পথ প্রদর্শনকারী নীতি। মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে নিজ স্থানীয় সামাজে একাত্ম হওয়া এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলার জন্য তাদের উচিত প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক অঞ্চল, প্রত্যেক শহর আর প্রত্যেক দেশের ভাল দিকগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা। এসব মূল্যবোধ সম্পর্কে কেবল জানাটাই যথেষ্ট না বরং মুসলমানদের নিজ ব্যক্তিগত জীবনে এগুলো অবলম্বন করার জন্য জোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত। এটি এমন এক দিক নির্দেশনা যা প্রকৃতপক্ষে একত্ববোধ এবং পারস্পরিক আস্থা ও ভালবাসার চেতনা গড়ে তোলে। বস্তুতঃ তার চেয়ে অধিক শান্তিকামী আর কে হতে পারে, যে একজন প্রকৃত বিশ্বাসী হয়ে, নিজ ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সকল দায়িত্ব পূরণের পাশাপাশি, নিজের বা অন্য যে কোন সমাজের সকল উত্তম বৈশিষ্ট্য অবলম্বনের চেষ্টা করে? তার চেয়ে বেশি শান্তি ও নিরাপত্তার বিস্তারকারী কে হতে পারে?

আজ যোগাযোগ মাধ্যম সহজপ্রাপ্য তার কারণে পুরো পৃথিবীকে এক বিশ্বপল্লী হিসেবে অভিহিত করা হয়। এটি এমন এক বিষয় যার ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে মহানবী (সা.) করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে এক সময় আসবে যখন পুরো পৃথিবীকে একত্রিত করা হবে আর দূরত্বসমূহ সংকুচিত হয়েছে বলে মনে হবে। বস্তুত এটি পবিত্র কুরআনের একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যার তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) শিখিয়েছেন যে, যখন এমন সময় আসবে, মানুষের উচিত হবে একে অপরের ভাল দিকগুলো জানার চেষ্টা করা এবং সেগুলোকে সাদরে গ্রহণ করা, ঠিক সেভাবে যেভাবে মানুষ তার হারানো সম্পদ খোঁজার চেষ্টা করে। অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, সকল ইতিবাচক বিষয়কে গ্রহণ করতে হবে এবং সকল নেতিবাচক বিষয়কে বর্জণ করতে হবে। পবিত্র কুরআন এ আদেশটিকে ব্যাখ্যা করে এ কথার মাধ্যমে যে, প্রকৃত মুসলমান সেই যে ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে।

(ক্রমশঃ.....)

জুমআর খুতবা

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা তো সেই যুগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, যখন জামা'ত যাথারীতি প্রতিষ্ঠাও লাভ করে নি এবং তিনি (আ.) বয়আত নেয়াও আরম্ভ করেন নি। মুসলমান ও অমুসলমান সবাই তাঁর বিরোধিতায় পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করেছে এবং এখনো তা অব্যাহত আছে। বর্তমানে বিরোধিতার ক্ষেত্রে মুসলমানরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জামা'তকে ক্রমশ উন্নতি দান করে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'ত এখন বিশ্বের ২০৯ টি দেশে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বিশেষভাবে মুসলমান দেশগুলোর যেখানেই মানুষ জামা'তের প্রতি বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করে, সেখানেই যথারীতি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জামা'তের বিরোধিতা আরম্ভ হয়ে যায়। কতিপয় রাজনীতিবিদ ওলামা এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত সরকারী কিছু কর্মকর্তা, বরং আদালতের বিচারকগণও এই বিরোধিতার অংশে পরিণত হয়।

বর্তমানে আলজেরিয়ার আহমদীদেরকে নিপীড়ন ও নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণতকরা হচ্ছে। এ সব নিরীহ এবং নির্যাতিত মানুষের কথা আমাদের ব্যক্তিগত দোয়ার মাঝে স্মরণ রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অবিচলতা ও দৃঢ়তা দান করুন এবং এ সমস্ত নিপীড়ন ও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করুন।। অনুরূপভাবে, পাকিস্তানী আহমদীদের কথাও আপনারা দোয়ায় স্মরণ রাখবেন, সেখানে বিশেষ করে পাঞ্জাবে ইদানিং যথারীতি ষড়যন্ত্র করে নিপীড়ন ও নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

এ সব বিরোধিতা ইতিপূর্বেও কোন ক্ষতি করতে পারে নি আর ভবিষ্যতেও পারবে না, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য চিরকালই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে ছিল এবং সর্বদা আমরা দেখেছি, শত্রু ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত হয়েছে এবং হচ্ছে আর ভবিষ্যতেও হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। এরা এক স্থানে বিরোধিতা করলে আল্লাহ্ তা'লা একশত স্থানে তবলীগের নিত্যনতুন পথ উন্মুক্ত করে দেন। আলজেরিয়াতেই যারা নিজেদের ধারণা অনুসারে আহমদীদেরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে এবং পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে এ নিয়ে আলোচনা করছে, জামা'ত বিরোধী সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে। বরং পত্র-পত্রিকাও বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাদের পরিপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তারা জামা'তের প্রবল বিরোধিতা করেছে। কিন্তু এ কাজই জামা'তের তবলীগের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

নবাগত আহমদীদের অবিচলতা, বিরোধীতার পরিণামে মানুষের মধ্যে জামাতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া এবং তবলীগের নিত্যনতুন পথ উন্মোচিত হওয়া, বিরোধীদের দুরাভিসন্ধি ব্যর্থ হওয়া, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সদাত্মাদেরকে সত্যের দিকে পরিচালিত করা এবং বিভিন্ন দেশে ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের উজ্জ্বল নিদর্শন সম্বলিত ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর বর্ণনা।

ডেনিশ আহমদী হাজি নূহ সুভেন হ্যানসেন সাহেবের মৃত্যু, তাঁর প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত ৭ এপ্রিল , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (৭ শাহাদাত, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা তো সেই যুগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, যখন জামা'ত যাথারীতি প্রতিষ্ঠাও লাভ করে নি এবং তিনি (আ.) বয়আত নেয়াও আরম্ভ করেন নি। মুসলমান ও অমুসলমান সবাই তাঁর বিরোধিতায় পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করেছে এবং এখনো তা অব্যাহত আছে। বর্তমানে বিরোধিতার ক্ষেত্রে মুসলমানরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জামা'তকে ক্রমশ উন্নতি দান করে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'ত এখন বিশ্বের ২০৯ টি দেশে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যেভাবে আমি বলেছি, বিশেষভাবে মুসলমান দেশগুলোর যেখানেই মানুষ জামা'তের প্রতি বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করে, সেখানেই যথারীতি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জামা'তের বিরোধিতা আরম্ভ হয়ে যায়। কতিপয় রাজনীতিবিদ ওলামা এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত সরকারী কিছু কর্মকর্তা, বরং যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, আদালতের বিচারকগণও এই বিরোধিতার অংশে পরিণত হয়।

বিগত কয়েকটি খুতবায় যেভাবে আমি বলেছি, বর্তমানে আলজেরিয়ার আহমদীদেরকে নিপীড়ন ও নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণতকরা হচ্ছে। বিচারকগণ এবং সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও এ কথাই বলে যে, তোমরা যদি বল, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর মসীহ মওউদ হওয়ার দাবি মিথ্যা এবং তিনি মসীহ মওউদ নন, বরং নাউযুবিল্লাহ্, তিনি ইসলাম বিরোধী শক্তির এজেন্ট এবং তিনি ইসলাম বিরোধী শক্তি ও পাশ্চাত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছেন আর তাদের পক্ষ থেকেই তাকে দাঁড় করানো হয়েছে, বিশেষভাবে ইংরেজদের পক্ষ থেকে, তাহলে আমরা তোমাদেরকে নির্দোষ বলে মুক্ত করে দিব। অন্যথায় জেল-জরিমানার শাস্তি ভোগের জন্য তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও। এরপর যারা প্রস্তাবকে অস্বীকৃতি জানায় এবং যারা ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে সিদ্ধান্ত দিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা হচ্ছে এবং অনেক মোটা অংকের জরিমানাও করা হচ্ছে, যা পরিশোধ করা সম্ভবত এ সব দরিদ্র লোকের পক্ষে সম্ভবই হচ্ছে না। কেননা, অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র আর তাদের হয়তো সামর্থ্যও নেই। যাহোক, এ সব নিরীহ এবং নির্যাতিত মানুষের কথা আমাদের ব্যক্তিগত দোয়ার মাঝে স্মরণ রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অবিচলতা ও দৃঢ়তা দান করুন এবং এ সমস্ত নিপীড়ন ও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করুন।

অনুরূপভাবে, পাকিস্তানী আহমদীদের কথাও আপনারা দোয়ায় স্মরণ রাখবেন, সেখানে বিশেষ করে পাঞ্জাবে ইদানিং যথারীতি ষড়যন্ত্র করে নিপীড়ন ও নির্যাতন চালানো হচ্ছে। মুসলমান দেশগুলো নিজেদের দেশের অভ্যন্তরে নৈরাজ্যের যে চিত্র এবং এক দেশের সাথে অপর দেশের যে পারস্পারিক সম্পর্ক রয়েছে, তা বিচক্ষণ মানুষদের এ কথা চিন্তার জন্য যথেষ্ট এবং যথেষ্ট হওয়া উচিত যে, এমন অবস্থায় উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সংশোধনের নিমিত্তে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে যাকে প্রেরণ করা নির্ধারিত করে ছিলেন আর মহানবী (সা.) তাঁর যে নিষ্ঠাবান প্রেমিকের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাঁকে যেন তারা সন্ধান করে। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা এবং মহানবী (সা.) বর্ণিত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমণ সম্পর্কিত নিদর্শনাবলীও পূর্ণতা পেয়েছে এবং পাচ্ছে আর এটিই একমাত্র পথ, যা মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, "নিশ্চিত স্মরণ রেখো! খোদার প্রতিশ্রুতি সন্দেহাতীতভাবে সত্য, তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে পৃথিবীতে এক সতর্ককারী প্রেরণ করেছেন। বিশ্ববাসী তাকে গ্রহণ করে নি, কিন্তু খোদা তা'লা তাকে অবশ্যই গ্রহণ করবেন। আর প্রবল আক্রমণসমূহ দ্বারা তার সত্যতা প্রকাশ করে দিবেন। তিনি (আ.) বলেন, আমি তোমাদেরকে সত্য সত্যই বলছি, আমি খোদার প্রতিশ্রুতি অনুসারে মসীহ্ মওউদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। চাইলে গ্রহণ কর বা অস্বীকার কর। কিন্তু তোমাদের অস্বীকার করায় কিছুই যায়-আসে না। খোদা তা'লা যা সংকল্প করেছেন, তার বাস্তবায়ন হবেই হবে।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৬)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "এটি সুস্পষ্ট বিষয় যে, খোদা তা'লা আমাকে মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট এবং মসীহ্ মওউদ নাম দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। যারা আমার বিরোধিতা করে, তারা আমার নয়, বরং খোদা তা'লার বিরোধিতা করে।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮৯-১৯০)

অতএব, জামা'তের বিরুদ্ধে যে সব বিরোধিতা হচ্ছে, তা যারা করছে, তারা আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলছে আর এভাবে তারা আল্লাহ্ তা'লারই বিরোধিতা করছে। আর এ সব বিরোধিতা ইতিপূর্বেও কোন ক্ষতি করতে পারে নি আর ভবিষ্যতেও পারবে না, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য চিরকালই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে ছিল এবং সর্বদা আমরা দেখেছি, শত্রু ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত হয়েছে এবং হচ্ছে আর ভবিষ্যতেও হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। এরা এক স্থানে বিরোধিতা করলে আল্লাহ তা'লা একশত স্থানে তবলীগের নিত্যনতুন পথ উন্মুক্ত করে দেন। আলজেরিয়াতেই যারা নিজেদের ধারণা অনুসারে আহমদীদেরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে এবং পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে এ নিয়ে আলোচনা করছে, জামা'ত বিরোধী সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে। বরং পত্র-পত্রিকাও বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাদের পরিপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তারা জামা'তের প্রবল বিরোধিতা করেছে। কিন্তু এ কাজই জামা'তের তবলীগের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

আলজেরিয়ার জামা'ত বেশি পুরোনো জামা'ত নয়, কিন্তু এই বিরোধিতার মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ঈমানের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা দান করছেন আর একই সাথে তাদের জন্য তবলীগের পথও খুলে দিচ্ছেন। সেখানকার আহমদীরা লিখেছেন, আমরা আমাদের দেশে কীভাবে তবলীগ করব?- এ বিষয়ে আমরা চিন্তিত ছিলাম। এই হচ্ছে তাদের আবেগ, অনুভূতি ও উচ্ছ্বাস। এই বিরোধিতার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তবলীগের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তারা বলেন, কিছু লোক নেতিবাচক প্রভাব গ্রহণ করলেও তাদের অধিকাংশই নামধারী আলেমদের পদাঙ্ক অনুসারী। কিন্তু এমনও মানুষ আছেন আর অনেক মানুষই এমন আছেন, যারা জামা'ত এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির সাথে পরিচিত হয়েছেন। আর তারা বুঝতে পেরেছেন যে, জামা'তের বিরুদ্ধে যা কিছু ই হচ্ছে তা অন্যায় । তারা নিজে থেকেই জামা'ত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এ কথাই বলেছেন যে, বিরোধিতায় রচিত পুস্তক-পুস্তিকা এবং আমাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা লেখা হয়েছে, তা মানুষকে আমাদের পুস্তকাদি পাঠের প্রতি অনুপ্রাণিত করে আর এর প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৯)

অনুরূপভাবে, তিনি এ কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তাঁর আগমনের জন্য এটিই নির্ধারিত সময় ছিল আর আল্লাহ্ তা'লার নিয়তি অনুসারেই তিনি এসেছেন। যাতে করে ইসলামের নিমজ্জিত প্রায় নৌকাকে তিনি ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। তিনি বলেন, 'সত্য নবী রসূল এবং মুজাদ্দেদের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হল, তারা নির্ধারিত সময়ে এবং প্রয়োজনের মহূর্তে আবির্ভূত হন। তিনি অ-আহমদীদের সম্বোধন করে বলেন, মানুষ কসম খেয়ে বলুক যে, এটি কি সেই সময় নয়, যখন আকাশে বা ঊর্ধ্বলোকে কোন প্রস্তুতি নেওয়া হবে? (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৭)

কিন্তু এটি তারাও জানে যে, মুসলমানদের এই অবস্থাই দাবি করে যে, কোন একজন সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটুক। পত্র-পত্রিকায়ও তাদের নিজেদের বিবৃতি আসে এবং তারা তাদের বক্তৃতাতেও উল্লেখ করে আর এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, উম্মতে মুসলেমাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কারো আসা উচিত। কিন্তু এর পাশাপাশি এ কথাও বলে যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছাড়া অন্য কাউকে আসতে হবে।

যাহোক, যিনি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আবির্ভূত হওয়ার দাবি করছেন, তাঁকে এরা মানে না। বরং নামধারী এ সব আলেম তাঁকে অস্বীকার করছে এবং তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণ করছে আর এরা সর্বত্র তেমনই করে যাচ্ছে, যেমনটি আমি বলেছি, বিশেষ করে মুসলমান দেশগুলোতে। কিন্তু এর বিপরীতে আমরা এটিও দেখতে পাই যে, আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে তাঁর বাণী পৌঁছাতে চান এবং মানুষকে তা গ্রহণও করাতে চান। তাঁর নিয়তিও এ ক্ষেত্রে কাজ করছে আর এই বিরোধিতা সত্ত্বেও লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ প্রতি বছর আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আর এটি এ কথার প্রমাণ যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন আহমদীয়া জামা'ত এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে রয়েছে। এমন অনেক মানুষ রয়েছেন, যারা নিজেদের ঘটনা লিখে পাঠান যে, তারা কীভাবে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। আর তাদের ঘটনাগুলো শুনে বিস্মিত হতে হয় যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা সৎ প্রকৃতির মানুষের জন্য ঈমান আনার ব্যবস্থা করছেন। আমি এখন সেগুলোর কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করছি।

প্রথম যে ঘটনাটি আমি উপস্থাপন করব তা হল, আলজেরিয়ারই একটি ঘটনা, যেভাবে আমি বলেছি, সেখানে আজকাল চরম বিরোধিতা হচ্ছে। লেখক বন্ধু বলেন, আহমদীয়াতের সাথে পরিচিত হওয়ার অনেক পূর্বেই আমি এক রাতে স্বপ্নে দেখি, আমি একটি উঁচু ছাদ বিশিষ্ট প্রশস্ত ও বড় হলঘরে অনেকগুলো মানুষের সাথে একটি লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, যার এক প্রান্তে দুজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বলেন, আমাদের লাইন থেকে প্রত্যেকে নিজের পালা এলে সেই দুই ব্যক্তির মধ্য থেকে ডান দিকে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির সাথে পরম ভক্তি ও আন্তরিকতার সাথে করমর্দন করে হলরুমের দরজার দিকে চলে যাচ্ছিল। এমন প্রতীত হচ্ছিল যেন এই লম্বা লাইন সেই দুজনের মধ্য হতে একজনের সাথে করমর্দন করার জন্যই বিশেষভাবে বানানো হয়েছে। তিনি বলেন, আমি দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে বলি, মানুষ দুজনের পরিবর্তে শুধু একজনের সাথে কেন এত ভক্তিসহকারে করমর্দন করছে? আর দুজনের সঙ্গেই কেন করছে না? কাছাকাছি পৌঁছার পর আমি দেখতে পাই, তাদের মাঝে একজন শুভ্র দাড়ি বিশিষ্ট আর তার ডান দিকে দাঁড়ানো ব্যক্তি মধ্যম গড়ন ও গোধুম বর্ণের অধিকারী, যার মাথার চুল ও দাড়ি কালো রং-এর। তিনি বলেন, এরপর যখন আমার পালা আসে, তখন আমি শ্বেত-শুভ্র দাড়ি বিশিষ্ট ব্যক্তির দিকে নিজের হাত বাড়িয়ে দিই, কিন্তু তিনি আমাকে কালো দাড়ি এবং গোধুম বর্ণের ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, তাকে সালাম কর। আর আমিও অত্যন্ত ভক্তির সাথে তার সাথে করমর্দন করি। এর সাথে সাথেই আমার হৃদয় সেই ব্যক্তির ভালোবাসায় বিভোর হয়ে যায়। তিনি আমাকে দেখে হাসেন, তার সেই হাসিতে এমন এক জাদু ছিল যে, আমি আজ পর্যন্ত সেই হাসি ভুলতে পারি না। এরপর তিনি বলেন, যখন আহমদী জামা'তের সাথে পরিচিত হই এবং এম.টি.এ. দেখতে আরম্ভ করি, তখন সেই প্রাথমিক দিনগুলোতে একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি আমাকে দেখানো হয়। কিছুক্ষণ পর আমার খুতবা দেখানো হচ্ছিল, আমার ছবি যখন টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে উঠে, তখন তিনি বলেন, এ দুজনকে দেখে আমার স্বপ্নের কথা মনে পড়ে। স্বপ্নে দেখানো শুভ্র দাড়ির অধিকারী যে ব্যক্তি ছিলেন, তিনি আমার সম্পর্কে বলেন যে, তিনি আপনি ছিলেন। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ছিলেন কালো দাড়ির অধিকারী, যার সাথে সবাই করমর্দন করছিল, আমিও ইঙ্গিত করছিলাম যে, তাঁর সাথে করমর্দন কর। তিনি বলেন, এরপর ইন্টারনেটের মাধ্যমে আহমদীদের সাথে যোগাযোগ করি এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করি, যার উত্তর পাওয়ার পর আমি বয়আত গ্রহণ করি।

এরপর আরেক বন্ধু, যার ঘটনা শুনে মনে হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাকে এই পথে পরিচালিত করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বায়আত করাতে চেয়েছেন। তার কোন সৎকর্ম আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেছেন। এই বন্ধু মিশর নিবাসী, তার নাম আব্দুল হাদী। তিনি বলেন, এম.টি.এ. আল আরাবিয়ার মাধ্যমে আমি আহমদীয়াতের সাথে পরিচিত হই। যে অনুষ্ঠানটি দেখানো হচ্ছিল, তা খুবই ভালো একটি অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানটি তাঁর খুবই পছন্দের ছিল। কিন্তু তিনি বলেন, জামা'তে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার নবুয়্যত এবং ওহী ও এলহাম লাভ করার বিষয়টি আমি বুঝতে পারছিলাম না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে এ বিষয়টি তার কাছে সন্দেহপূর্ণ মনে হতো। তিনি বলেন, আমি বার বার 'আল হেভারুল মুবাশের' অনুষ্ঠানে ফোন করার চেষ্টা করি কিন্তু প্রত্যেক বারই আমি ব্যর্থ হয়েছি। তাদের সাথে কোন ভাবেই সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয় নি আর যোগাযোগও হয় নি। এই অনুষ্ঠানের ফোন করার উদ্দেশ্য ছিল একটি মাত্র প্রশ্ন করা আর সেটির উত্তর আমি হ্যাঁ অথবা না-তে পাচ্ছিলাম। প্রশ্নটি ছিল যে, আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা অন্যান্য নবীদের মতই নিষ্পাপ কি-না? আর তিনি ওহী এবং এলহাম লাভের অধিকারী কি-না? বা এলহাম ও ওহী লাভ করার দাবি করেন কি-না? যদি এর উত্তর আমাকে ইতিবাচক দেওয়া হতো, তাহলে সে দিনই আমি আমার চ্যানেলের তালিকা থেকে এই চ্যানেলের নাম মুছে দিতাম। কেননা, তখন আমার মাঝে এই বিশ্বাসই ছিল যে, মহাবনী (সা.)-এর পর ওহীর ধারা বন্ধ হয়ে গেছে এবং যে ব্যক্তি ওহী লাভের দাবি করবে, সে মিথ্যাবাদী। কিন্তু খোদা তা'লার বিশেষ কৃপায় এমন ঘটনা ঘটে যে আমি কখনোই অনুষ্ঠানে ফোন করার ক্ষেত্রে সফল হই নি। এর ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হল আমি নিয়মিত এমটিএ দেখতে থাকি। আর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি খতমে নবুওয়তের বিষয়টিও আমার সামনে আসে। এমনকি আমার সামনে যুগ ইমাম মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর হাতে বয়আত করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং আমি বয়আত ফর্ম পূরণ করে পাঠিয়ে দিই। বয়আত করার পর আমি চাচ্ছিলাম এই সংবাদ যেন অন্যদের কাছেও পৌঁছে। সুতরাং এজন্য আমি আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে নির্বাচন করি যার সম্পর্কে আমার খুবই সুধারণা ছিল যে সে আমার কথায় কর্ণপাত করবে। আমি তার কাছে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছাই। সে আমার ধারণার বিপরীতে গিয়ে প্রচন্ড রাগান্বিত হয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মর্যাদা পরিপন্থী কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করে। তিনি বলেন, বাধ্য হয়ে আমি তাকে ছেড়ে অত্যন্ত বেদনাঘন হৃদয় নিয়ে, অস্থির ও উদ্বিগ্নচিত্তে, ধীরে গতিতে নিজের বাড়িতে ফিরে আসি

এবং অভ্যাস অনুযায়ী যখন টেলিভিশন চালু করি, তখন এমটিএ-তে সূরা আলে ইমরানের এই আয়াত পাঠ করা হচ্ছিল যে, فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (আলে ইমরান: ১৮৫) অতএব যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে স্মরণ রেখ, তোমার পূর্বেও রসূলদেরকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, যারা সুস্পষ্ট নিদর্শন ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পুস্তকসমূহ এবং উজ্জ্বল গ্রন্থ নিয়ে আগমন করেছিল।' তিনি বলেন, 'এই আয়াত আমার হৃদয়ের প্রশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এবং আমি নিশ্চিত বিশ্বাসে উপনীত হই যে এটি কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়, বরং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আমার জন্য বাণী যে রসূলদের মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করা এবং তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা ইতিপূর্বেই হয়েছে, এরপর যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথেও এমনটি করা হয় তাহলে এটি কোন নতুন বিষয় নয়। কিন্তু নবীদের এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও খোদা তা'লার সাহায্য এবং সমর্থনে তাদের বিজয়ী হওয়া বিশ্ববাসীর জন্য খোদা তা'লার অস্তিত্বের এক বিরাট প্রমাণ এবং খোদা তা'লার মা'মূরদের সত্যতার এক অকাট্য প্রমাণ। তিনি বলেন, একথা চিন্তা করে আমার পূর্বের অবস্থা পাল্টে যায় এবং খোদা তা'লার এই নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে তিনি আমাকে যুগ ইমামের হাতে বয়আত করার তৌফিক দিয়েছেন এবং তাঁর অস্বীকারকারী হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।'

দেখুন, এক সদাত্মাকে আল্লাহ্ তা'লা এভাবে রক্ষা করেছেন। কিন্তু অন্যজন, তার হৃদয়ের অবস্থা যেহেতু এমনটি ছিল না, তাই তার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা বর্ষিত হয় নি। আর শুধুমাত্র প্রভাব যে পড়ে নি তাই নয়, বরং দুর্ভাগ্যের কারণে সে অপরাধও করে বসেছে, অন্যায় কাজ করেছে। আর যে বয়আত করেছে তার আন্তরিক প্রশান্তির জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা করেছেন, আর শুধু প্রশান্তিই দেন নি, বরং তার যে কষ্ট হয়েছিল সেই কষ্ট ও বেদনাও দূর করে দিয়েছেন।

এরপর আরেকজন মহিলার ঘটনার উল্লেখ করব যাকে আল্লাহ্ তা'লা তার সদাত্মা ও পুণ্যবতী হওয়ার কারণে বয়আত গ্রহণ করার তৌফিক দিয়েছেন। মুসলমানদের ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে সন্ত্রাসের যে ধারণা রয়েছে, আমাদের ব্যাপারেও তিনি সেই আশংকাই করছিলেন। কিন্তু তারপরও আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবস্থা করেছেন। আফ্রিকা নিবাসী এক মহিলা যিনি গ্রামে বসবাস করেন, যিনি গিনির একটি বড় শহর বোকের নিকটবর্তী গ্রামে বাস করেন, তার নাম হচ্ছে হাজা আমী ফাদীগা। তিনি বলেন, একদিন তার কাছে জামা'তে আহমদীয়ার একজন মোয়াল্লেম আসেন এবং জামা'তের তবলীগ করেন এবং জলসা সালানায় যোগদানের দাওয়াত দেন। সেই দিনগুলোতে সেখানে জলসা হচ্ছিল। তিনি বলেন, 'পয়গাম বাহ্যত খুব ভাল ছিল। প্রথমে আমি জলসায় যোগদানের জন্য প্রস্তুতি নিই, গাড়িতে পেট্রোল ভরে নিই।' এই মহিলা স্বচ্ছল পরিবারের ছিলেন, কিন্তু গ্রামেই বসবাস করতেন। বলেন, 'সেই দিনগুলোতে ইসলামী সংগঠনের বরাতে সন্ত্রাসের বিভিন্ন ঘটনার কারণে আমি চিন্তা করছিলাম পাছে এই জামা'ত আবার এমন না হয়! তাই জলসায় যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করি যে জানি না সেখানে গেলে কী হবে। কিন্তু মনে মনে এই দোয়া করতে থাকি যে 'হে খোদা! যদি এরা সত্য হয় তাহলে তারা যেন পুনরায় আমাদের গ্রামে তবলীগের উদ্দেশ্যে আসে।' খোদা তা'লা এমনটিই করেন।" এই মহিলা লিখেন, কিছুদিন পর আমাদের তবলীগি টিম কোন প্রোগ্রাম ছাড়াই সেই গ্রামে পৌছে যায়। যখন সেই মহিলা আমাদের দেখেন তখন আনন্দে তার চোখ দিয়ে অশ্রু বইতে আরম্ভ করে। তিনি বলেন যে 'আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া শুনেছেন!' এভাবে পুরো পরিবার বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন।

অনেক মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা প্রসন্ন হন এবং তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমেও ঈমানে উন্নতি দান করেন এবং নিজ মনোনীত ব্যক্তিকে গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন। কিন্তু এটি কোন শর্ত নয়। অনেকে লিখেন যে অমুক ব্যক্তি আমাকে বলে যে 'যদি এই দিক থেকে আমরা লাভবান হই, আমার এই কাজ যদি হয়ে যায় তাহলে আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করব'। আহমদীয়াত গ্রহণ করা আল্লাহ্ তা'লার উপরও কোন অনুগ্রহ নয়, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপরও কোন অনুগ্রহ নয়। নিজেদের ইহকাল ও পরকাল সুন্দর করতে হলে আল্লাহ্ তা'লার এই বাণী শোনা, বোঝা এবং তা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক এবং অপরিহার্য। যাহোক একটি ঘটনা রয়েছে; আল্লাহ্ তা'লা অনেক সময় কারও প্রতি যদি কৃপা করতে চান তাহলে সেই শর্তও গ্রহণ করেন যার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে তাকে দেখিয়েও দেন।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব বলেন, 'নায়াবিনি জেলার একটি গ্রামের একজন মহিলা, সুনতা সাহেবা, জামা'তের ঘোর বিরোধী ছিলেন। যখনই তার সামনে জামা'তের নাম উচ্চারণ করা হতো তিনি প্রচন্ড রাগান্বিত হতেন এবং জামা'তের বিরুদ্ধে অত্যন্ত রূঢ় ও কটুবাক্য ব্যবহার করতেন এবং তিনি বলতেন 'আহমদীরা কাফের; এরা নিজেরা তো দোযখে যাবেই, কিন্তু যারা তাদের সাথে যোগাযোগ রাখবে তারাও দোযখে যাবে।' এই মহিলা কৃষিকাজ করতেন। কিন্তু গত দু'বছর ধরে তার ফসল নষ্ট হচ্ছিল। কখনো ফসলে পোকার আক্রমণ হত , কখনো অন্যান্য জীবজন্তু এসে তার ফসল নষ্ট করতো। তিনি বুঝতে পারছিলেন না এর কারণ বা হেতু কী। তিনি বলেন, আমাদের এক আহমদী বোন তাকে বলেন যে 'দেখ, যখন থেকে তুমি জামা'তের এই বিরোধিতা করছ তখন থেকে তোমার ফসল নষ্ট হচ্ছে। এজন্য তুমি জামা'তের বিরোধিতা পরিত্যাগ করে জামা'তভুক্ত হয়ে যাও, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমার প্রতি কৃপা করবেন।' সুতরাং ঐ মহিলা তখনই বিষয়টি বুঝতে পারেন, কেননা তিনি অনেক অভিজ্ঞতা রাখতেন। তিনি তার পরিবারের আটজন সদস্যসহ জামা'তভুক্ত হন। জামা'তভুক্ত হবার পর তিনি দেখেছেন যে আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি অনেক কৃপা করেছেন। শুধুমাত্র তার ফসলের উৎপাদনই যে বেড়ে গেছে তা-ই নয়, বরং তার এক যুবক পুত্র, যার সাথে গত কয়েক বছর ধরে যোগাযোগ ছিল না, তার সঙ্গে যোগাযোগ বহাল হয়, যিনি ইটালিতে বসবাস করছিলেন। এখন এই মহিলা সবাইকে একথা বলে বেড়াচ্ছে যে 'জামা'তে আহমদীয়া গ্রহণ কর, কেননা এতেই তোমাদের নাজাত নিহিত'।

বেনিনের মোবাল্লেগ সিলসিলাহ লিখেন, এ বছর বর্ষাকালে বাসিলা শহরে প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হয় যে কারণে মিশন হাউসের একটি দেয়াল ধ্বসে পড়ে। পুরো রাত ধরে বৃষ্টি পড়তে থাকে। আশংকা হচ্ছিল অন্য দেয়ালটিও না ধ্বসে পড়ে। তিনি বলেন, "জামা'তের মিশন হাউসের ক্ষতি হচ্ছিল, তাই আমি চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত ছিলাম। আমি এই দোয়া করি এবং আমার ধারণা জন্মাল (হুযুর বলছেন, এমন ধারণা আমাদের মোবাল্লেগদেরই হওয়া সম্ভব) যে 'হে আল্লাহ্! এই ক্ষতি তুমি বয়আতের মাধ্যমে পূর্ণ করে দাও এবং জামা'তের উন্নতিতে তুমি বরকত দান কর।" তিনি বলেন, "আমি দোয়া তখনও শেষ করি নি, ফোনের রিং বাজতে আরম্ভ করে। তখন রাত বারটা বাজছিল। প্রচন্ড বৃষ্টি এবং বজ্রপাত হচ্ছিল। আমি যখন ফোন রিসিভ করি তখন এক ব্যক্তি, যার নাম ছিল মোহাম্মদ, তিনি বুচা নামক একটি গ্রাম থেকে কথা বলছিলেন, তিনি বলেন যে গ্রামবাসীরা বয়আত করতে চান। মিশন হাউস থেকে এই গ্রামের দূরত্ব ছিল একশত দশ কিলোমিটার। যাহোক, কিছুদিন পর আমি তাদের কাছে সেই গ্রামে যাই। সেখানে ১৯৮ জন বয়আত করে জামা'তভুক্ত হয়ে যান এবং সব ধরনের বিরোধিতা সত্ত্বেও (সেখানে চরম বিরোধিতাও রয়েছে) তারা অবিচল রয়েছেন, সত্যের উপর ও ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।

জার্মানি থেকে এক মোবাল্লেগ সাহেব লিখেন, প্রায় এক বছর ধরে এক সিরিয়ান পরিবারের তাদের সাথে যোগাযোগ ছিল। গত বছর জার্মানির জলসায়ও তারা যোগদান করেছিলেন। জলসার পরিবেশ দেখে খুবই প্রভাবান্বিত হন। কিন্তু তারা তখনও বয়আত করেন নি। সেই সিরিয়ান পরিবার বলেন, "আমরা যেহেতু ইটালির পথ ধরে জার্মানি এসেছিলাম, সেজন্য আমাদের উকিল বলেছিলেন যে 'আপনাদের কেস অত্যন্ত দুর্বল এবং হতে পারে যে আপনাদের পুনরায় ইটালি ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে'। সুতরাং জলসার পর আমরা এই অপেক্ষাতেই ছিলাম যে চিঠি এসে যাবে যে 'তোমরা ফিরে যাও'। কিন্তু যখন আমরা ঘরে পৌছি তখন কোর্টের পক্ষ থেকে একটি চিঠি এসে ছিল যাতে তারা লিখেছে যে তারা জানে যে আমরা ইটালির পথ বেয়ে জার্মানিতে এসেছি। কিন্তু এর সাথে জাজের পক্ষ থেকে মন্তব্যও ছিল, 'যেহেতু তারা সিরিয়ান, তাই তাদেরকে জার্মানি থেকে অন্য কোথাও পাঠানোর প্রয়োজন নেই'।" তিনি বলেন, "এই বিষয়টি আমার জন্য অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল, মোজেযা ছিল। তাৎক্ষণিকভাবে মনে হল, জলসায় যোগদানের কল্যাণেই এমনটি হয়েছে। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম যে 'খোদা তা'লা আমাদেরকে জলসায় যোগদানের কল্যাণে এই নিদর্শন দেখিয়েছেন'।" অতএব এরপর তাদের হৃদয়ে একথা গেঁথে যায় যে জামা'তের কল্যাণে যেহেতু এটি হয়েছে তাই তারা তাৎক্ষণিকভাবে বয়আতের সিদ্ধান্ত করেন এবং জামা'তভুক্ত হয়ে যান।

হেদায়াত দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লারও অবাক করা রীতি রয়েছে। যদিও এমন অনেক ঘটনা রয়েছে আর আমি আপনাদের বলেছিও যে আফ্রিকাতে তবলীগ করা কোন সহজ কাজ নয়, অনেক কঠিন কাজ; কিন্তু অনেকে মনে করে যে এরা অশিক্ষিত, দরিদ্র- তাই এরা সহজেই আহমদীয়াত গ্রহণ করবে। কিন্তু এটি একেবারেই ভুল কথা। আলেম-ওলামারা অশিক্ষিতদেরকে নিজেদের রুটি-রুজির ও ব্যক্তিগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আশ্চর্যজনক কুপ্রথা ও বিদআতে লিপ্ত করে রেখেছে। আর সেসব ওলামার পদাঙ্ক অনুসরণকারীরা তাদের থেকে পৃথক হতে চায় না, এবং এদের কারণেই জামা'তের বিরোধিতা হয়। আমি যে দুইটি ঘটনা বললাম যে আফ্রিকাতেও বিরোধিতাকারী রয়েছে। যাহোক, সেখানেও আহমদীয়াত গ্রহণ করা কোন সহজ কাজ নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা

এরপরও মানুষের পথনির্দেশনা লাভের ব্যবস্থা করেন এবং আমাদের মোবাল্লেগ ও মোয়াল্লেমদের জন্য তবলীগের পথ খুলে দেন।

আইভোরি কোস্টের মোবাল্লেগ একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, সান পেদ্রো অঞ্চলের স্থানীয় মোয়াল্লেম একটি গ্রামে তবলীগের উদ্দেশ্যে যান যার ফলে সেই গ্রামের ইমামসহ ১৫ জন ব্যক্তি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ইমাম আইভোরি কোস্টের ন্যাশনাল সালানা জলসায় যোগদান করেন যেন জামা'তের সদস্যদের নিকট থেকে দেখার সুযোগ ঘটে। তিনি জলসা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হন। মসজিদের জন্য নিজের একটি জমিও জামা'তকে দান করেন। কিন্তু এরা সবাই শহরের এক বড় ইমামের অধীনস্থ ছিলেন। যদিও সেখানে ইমাম ছিল, কিন্তু এর আগে গ্রামে জুমুআর নামায পড়া হতো না। আর এর কারণ যা বলা হতো তা হল- শহর থেকে বড় ইমামকে ডেকে কোন গরু বা ছাগল জবাই করে তাকে দাওয়াত করা হবে, তারপর সেখানে জুমুআ পড়া যেতে পারে নতুবা জুমুআ পড়া যেতে পারে না, এর অনুমতি নেই। এই আশ্চর্যজনক বিদআত যা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আর বড় মৌলবী সাহেব বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াত খাওয়ার পর যখন সুযোগ পেতেন, তখন সেখানে গিয়ে দাওয়াত খেতেন ও জুমুআ পড়াতেন। আর এ কারণে জুমুআ পড়ার মত মৌলিক আবশ্যকীয় দায়িত্ব যা মুমিনের জন্য আবশ্যক, সেই আবশ্যিক দায়িত্ব থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছিল। হাদীসে তো আছে, যে ব্যক্তি পরপর তিন জুমুআ পরিত্যাগ করে তার হৃদয়ে দাগ পড়ে যায়। যাহোক, এই মৌলবী সাহেবদের নিজস্ব শরীয়ত ছিল। সেই ছোট গ্রামের ইমাম সাহেবকে যখন বলা হয় যে জুমুআর নামায পড়ার জন্য এ ধরনের বিষয়ের আবশ্যকতা নেই, তখন তিনি গ্রামে গিয়ে লোকদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে আমরা জুমুআর নামায পড়তে পারি এবং এক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। এটি আবশ্যক নয় যে কেবল বড় মৌলবীকে দাওয়াত করলেই জুমুআর নামায পড়া যাবে। তখন গ্রামের অন্যান্য লোকেরা, যারা তখনো আহমদী হয় নি, তারা বিরোধিতা আরম্ভ করে এবং ইমামকে তাদের মসজিদে জুমুআ পড়াতে অনুমতি দেয় নি। তখন ইমাম সাহেব একটি অস্থায়ী ঝুপড়ি বানিয়ে কয়েকজন আহমদীকে নিয়ে জুমুআর নামায পড়েন। তখন এই বিশৃঙ্খলাকারীরা সেই ঝুপড়ি ভেঙে দেয়। তিনি বলেন, "এরপর আমি স্থানীয় মোয়াল্লেম ও স্থানীয় কয়েকজন আহমদী সদস্যকে নিয়ে গ্রামের চিফের কাছে যাই এবং পুরো ঘটনা তার কাছে খুলে বলি। সেই চিফ সিদ্ধান্ত দেন- 'মসজিদের যারা কর্মকর্তা, তারা যেহেতু আপনাদের মসজিদে নামায পড়তে দিচ্ছে না, তাই আপনারা অন্য কোথাও গিয়ে নামায পড়ুন। যখন দু'জায়গায় নামায হবে তখন মানুষ নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিবে যে তারা কোন জায়গায় গিয়ে নামায পড়বে'।" তিনি বলেন, "যাহোক, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেই গ্রামে আহমদীয়াতের কল্যাণে এখন নিয়মিত জুমুআর নামায পড়া হচ্ছে, এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও জামা'তের সদস্যরা অত্যন্ত অবিচলতার সাথে নিজেদের ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং নিয়মিত জুমুআর নামায পড়ছেন।"

স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা পথনির্দেশনা দিয়ে থাকেন, বিশ্বের সব জায়গাতেই আল্লাহ্ তা'লা এরূপ পথ-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। ভারতের মোবাল্লেগ-ইন-চার্জ কান্নুর, কেরালার একজন নবাগত আহমদীর আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা লিখেন। সেই নবাগত আহমদী বয়আত গ্রহণ করার পূর্বে অনেক অস্থির থাকতেন। এতে কেউ তাকে বলে যে 'আপনার অস্থিরতা দূর করার মাধ্যম হচ্ছে অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করা, আপনি অনেক বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করুন'। অতঃপর এই বন্ধু দরূদ শরীফ পড়তে আরম্ভ করেন। একদিন তিনি স্বপ্নে মহানবী (সা.)-এর রওযা মোবারক বা সমাধি দেখেন এবং একটি খালি কবরও দেখতে পান। সেখানে এক ব্যক্তি আসেন এবং তিনি বলেন যে 'হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, অচিরেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে'। যখন তিনি অ-আহমদী মৌলভীকে এই স্বপ্ন শুনান তখন তিনি বলেন যে, এটি অত্যন্ত আশিসপূর্ণ স্বপ্ন। আপনি এক উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে যাচ্ছেন। এই স্বপ্নের কয়েক দিন পর এক সফরকালে কোন আহমদীর সাথে তার স্বাক্ষাৎ হয়, সেই আহমদী বন্ধু তাকে বলেন যে, কান্নুর শহরে যে 'নূর মসজিদ' আছে সেখানে আপনি যান। তারপর তিনি জামা'তের নূর মসজিদে এক দিন যান এবং জুমুআর নামায পড়েন। সেখানে জামা'তের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং নিয়মিত জামা'তের বই পুস্তক পড়ার পর তিনি বয়আত করে জামা'তভুক্ত হোন। তিনি বলেন, এভাবে বিষয়টি আমার সামনে সুস্পষ্ট হয় যে, মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে অচিরেই স্বাক্ষাতের অর্থ হচ্ছে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হওয়া বা আহমদীয়া জামা'তে যোগদান করা।

এরপর বেনীনের মুবাল্লেগ সাহেব বলেন, আমাদের মোয়াল্লেম হামদী জিব্রীল সাহেব একটি স্থানীয় রেডিওতে তবলীগি প্রোগ্রাম করতেন। একদিন তার অনুষ্ঠানে একজন মহিলা ফোন করে বলেন, আমার জন্য এটি আশ্চর্যের বিষয় যে, মসীহর দ্বিতীয় আবির্ভাব হয়ে গেছে আর আমরা জানিই না। আমি মুসলমান আর আমার পুরো পরিবার খ্রিষ্টান এবং তারা আমাকে এই ক্ষেত্রে এসে নিরুত্তর করে দেয় যে, মুসলমানরা নিজেরাই বলে যে, তাদের হেদায়াতের জন্য মসীহ পুনরায় আবির্ভূত হবেন এবং তখন তারা হেদায়াত পাবেন। তিনি বলেন, আপনি আমাদের গ্রামে আসুন এবং আমার পরিবারের লোকদেরকে তবলীগ করুন। সুতরাং সেই গ্রামে কয়েকটি তবলীগি অধিবেশন করার পর সেই গ্রামে দুইশত সাতাশ জন মানুষ বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'ত গ্রহণ করেন।

যেখানে মৌলভীদের শক্তি খাটে সেখানে তারা ভয় দেখিয়ে হুমকি দিয়ে মানুষকে আহমদীয়াত থেকে দূর করার চেষ্টাও করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এইসব মৌলভীদের এই অপকর্মের কারণে মানুষকে আহমদীয়াত গ্রহণ করার তৌফিকও দিচ্ছেন। অনেক এমন ঘটনা রয়েছে, একটি ঘটনার উল্লেখ করছি, গাম্বিয়ার উত্তর প্রদেশের একটি শহর যার নাম পরকোসো, এ সম্পর্কে সেখানকার মুবাল্লেগ লিখেন যে, গত বছর এখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেখানে মৌলভীরা একটি অধিবেশন ডাকে। অনেক পুরোনো মুসলমান সেখানে বসবাস করেন। বিভিন্ন লোকদের সেখানে আমন্ত্রণ জানান। আহমদ সাঈদ সাহেব একজন ছিলেন সেখানে, যার আমাদের জামা'তের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কিন্তু তিনি আহমদী হন নি। মিটিং চলাকালীন মৌলভী বলতে থাকে যে, আমরা কাদিয়ানীদের কোনভাবেই উন্নতি করতে দেখতে পারি না, এর জন্য আমরা সিদ্ধান্ত করেছি, যেখানেই এরা যাবে, আমরা তাদের পিছু ধাওয়া করব এবং তাদের ভয় দেখাব। আর ধমক দিব, যদি মানুষ জামা'ত থেকে পিছু সরে না যায়, তাহলে আমাদেরকে যদি তাদের প্রাণেও মারতে হয় তাহলেও আমরা কুণ্ঠাবোধ করব না। এই মৌলভীরা সাঈদ সাহেবকে বলে যে, আপনিও আহমদীদের সঙ্গে কোন রূপ সম্পর্ক রাখবেন না। কেননা, তারা জানত তার জামাতে আহমদীয়ার সাথে সম্পর্ক আছে। তারা বলে, তুমি জামা'তে আহমদীয়ার সাথে যদি সম্পর্ক ছিন্ন না কর, তাহলে তোমার সাথে যে কোন ব্যবহার করতে পারি। এরফলে, মোহাম্মদ সাঈদ সাহেব মৌলভীদের এই মিটিং-এর পর তার পুরো পরিবারসহ আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হোন। তিনি বলেন যে, ঠিক আছে তোমরা আমাকে যা খুশি হুমকি দাও, আমি বয়আত করছি। এছাড়াও এই মিটিং এর পর শহরের প্রায় ২৫ জন ব্যক্তি জামা'তভুক্ত হোন। ভয় দেখানোর ফলে তাদের সামনে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। আরও অধিক মানুষ পূর্বে যারা আহমদী ছিলেন তাদের সংখ্যা আরো বেড়ে গেছে, জামা'তের ক্রোড়ে তারা আশ্রয় নিয়েছে। এই অবস্থাই আজ আলজেরিয়াতে হচ্ছে, যেমনটি আমি বলেছি। আহমদীয়াতের সংখ্যা বাড়ছে। আহমদীয়াতের পরিচিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে আর সেখানকার স্থানীয় লোকদের ধারণা যে, ব্যাপক সংখ্যায় মানুষ এখানেও এক সময় বয়আত গ্রহণ করবেন আহমদীয়াভুক্ত হবেন, ইনশাআল্লাহ্।

এরপর আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে তাঞ্জানিয়ার আমীর সাহেব, লিখেন ল্যাঙ্গামাড়াতে দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের জামা'ত প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেখানে শুধুমাত্র একটি দু'টি পরিবার আহমদী ছিল, এবছর অর্থাৎ ২০১৬ সনে স্থানীয় জামা'তের সদস্যদের সহযোগিতায় সেখানে যথারীতি তবলীগি অধিবেশন করা হয়, যাতে উপস্থিত লোকদেরকে খিলাফতের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়। সুতরাং মানুষের মাঝে খলীফায়ে ওয়াক্তকে দেখার আগ্রহ জন্মে। অ-আহমদীদের কাছে যে ডিস ছিল তাদেরকে অনুরোধ করা হয় যে, আপনারা এই টিভিতে বা চ্যানেলে এম.টি.এ লাগান। তারা এম.টি.এ চ্যানেল লাগায় এবং মানুষ টেলিভিশনে খলীফাতুল মসীহকে দেখার সুযোগ পায়। এভাবে জামা'তের জন্য তবলীগের নতুন পথ উন্মুক্ত হয়। তিনি বলেন যে, সেই বছর (যে বছরের উল্লেখ করা হচ্ছে, ২০১৬ সনের কথা) আমাদের একটি প্রতিনিধি দল পরের মাসে পুনরায় তবলীগের উদ্দেশ্যে সেই গ্রামে যায়, তখন এক মৌলভী অনুষ্ঠানের সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে এবং আমাদের মনে হল এই অনুষ্ঠান সফল হবে না। কিন্তু খোদা তা'লা এভাবে সাহায্য করেছেন যে, তবলীগি অনুষ্ঠান এবং প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের পর স্থানীয় লোকদের মধ্য হতে যারা তখনও বয়আত করেন নি তারা সেই মৌলভীকে বলতে আরম্ভ করেন, যদি আহমদীয়া জামা'ত কাফের হয় তাহলে আমরাও আহমদী, তুমি এই গ্রাম থেকে বেরিয়ে যাও কিন্তু আহমদীরা এই গ্রাম থেকে বের হবে না। সুতরাং এই মৌলভীর বিরোধিতার কারণে মানুষের জামা'তের প্রতি অনেক বেশি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সব মিলিয়ে ৩৮জন ব্যক্তি আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। আর নতুন বয়আতকারীদের মধ্য হতে একজন নিজের একটুকরো জমিও জামা'তকে দেন মসজিদের জন্য এবং একজন নবাগত আহমদী বলেন, যেহেতু আমার ঘর অনেক বড় এবং অন্যান্য আহমদী বন্ধুরা আমার ঘরের নিকটে বাস করেন, তাই যত দিন মসজিদ নির্মিত না হয় ততদিন আমার বাড়িতেই আপনারা বাজামাত নামায পড়ুন। সুতরাং প্রতিদিন সেখানে জামা'তের বন্ধুরা সমবেত হয়ে নামায পড়েন।

এই ধরণের অনেক ঘটনা রয়েছে, যেখানে বিরোধিতার কারণে আহমদীয়াত থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করা হয়েছে অথবা লোভ-লালসা

দেখিয়ে আহমদীয়াত থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু এটি আল্লাহ্ তা'লার কাজ। যেমনটি পূর্বেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, প্রতিদিন জামা'ত উন্নতি করছে, অনেক জায়গায় মানুষ নিজের আগ্রহে জামা'তের পরিচয় লাভ করে এবং জামা'তের কাছে আসে এবং আমরা এগুলো দেখে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই কথাও পূর্ণ হতে দেখি।

তিনি বলেন, "স্মরণ রেখ! আল্লাহ্ তা'লা সব কিছু স্বয়ং করে থাকেন। পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, শীতল বায়ু প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে। খোদা তা'লার কাজ ধীরে ধীরে হয়ে থাকে" । এই কাজ হবে আর অবশ্যই হবে, কিন্তু ধীরে ধীরে হয় আর হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ তা'লা। মুসলমানদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা করার পরিবর্তে এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত যে, তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, স্মরণ রেখ! যদি আমাদের কাছে কোন দলিল প্রমাণ না থাকত তাহলে যুগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে মুসলমানদের জন্য আবশ্যক ছিল তারা উন্মাদের ন্যায় ঘুরে বেড়াত আর সন্ধান করত মসীহ্ এখনও কেন আসলেন না? কেননা, মসীহ্ এখন পর্যন্ত কেন ক্রুশীয় মতবাদ ধ্বংস করার জন্য এলেন না। এখন তাঁর বিরোধিতা করার পরিবর্তে তাদের সন্ধান করা উচিত ছিল, যুগ এ বিষয়ের দাবি করছিল যে, তোমরা সন্ধান কর। তিনি বলেন, যদি মোল্লাদের দৃষ্টিপটে মানব জাতির হিত ও কল্যাণ থাকত, তাহলে তারা কখনই এমনটি করত না, যেমনটি তারা আমার সঙ্গে করছে। তাদের চিন্তা করা উচিত ছিল যে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে ফতওয়া লিখে কী করতে পেরেছ? খোদা তা'লা যাকে হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় যে, 'হয়ে যাও'- তাকে কে বলতে পারে যে, হয়ো না। তিনি বলেন, এরা যারা আমাদের বিরুদ্ধবাদী, এরাও আমাদের চাকর-ভৃত্য", বিরুদ্ধবাদীরাও আমাদের ভৃত্য, "কোন না কোনভাবে তারা আমাদের কথা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৭-৩৯৮)

আমি যে, কতক ঘটনা বললাম, আলজেরিয়ার মানুষ এবং পাকিস্তানের লোকেরাও এই কথাই বলে যে, বিরোধিতার কারণে আহমদীয়াতের পরিচিতি আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব, আমাদের বিরোধিতার বিষয়ে কোন চিন্তা নেই। তা আলজেরিয়াতে হোক বা পাকিস্তানে হোক না কেন। অথবা অন্য যে কোন মুসলমান দেশই হোক না কেন। আমাদের তবলীগ এইসব বিরুদ্ধবাদীদের মাধ্যমে পূর্বের তুলনায় আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জামা'তের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ছে।

বিরুদ্ধবাদী উলামা, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা করে, তাদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই কথার প্রতি প্রণিধান করা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, "স্মরণ রেখ! যদি আমাকে গ্রহণ না কর, তাহলে তোমরা কখনই সমাগত মওউদ বা প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে পাবে না। পুনরায় বলেন, আমার উপদেশ হল, তাকওয়াকে হাত ছাড়া করো না আর খোদাভীতির সাথে এসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ কর। নিভৃতে চিন্তা কর আর অবশেষে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া কর। কেননা, তিনি দোয়া শুনেন, যদি সৎ সংকল্প নিয়ে দোয়া করতে থাক, তাহলে তিনি দোয়া শুনবেন আর পথ প্রদর্শন করবেন। " (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭৬)

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা করুন এরা যেন এতটা যোগ্য হয় যে, আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে পথ নির্দেশনা লাভ করে আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের বক্ষ উন্মুক্ত করে দিন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা নামায পড়াব, যা মুকাররম হাজী লুস ফারেন হেনসান সাহেবের, যিনি একজন ডেনিস আহমদী ছিলেন। গত পরশু তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। ২৮ জুন ১৯২৯ সনে কোপেনহ্যাগেনে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মের দিক থেকে লুথান চার্চের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। ডেনমার্কের একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক এবং সংস্কারক লুইক ভিক দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন এবং তিনি কৃষক পরিবারের সদস্য ছিলেন। হেনসান সাহেব ১৯৫১ সনে টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি ডেনমার্ক থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এম.এস.সি করেন। এরপর চাকরির উদ্দেশ্যে মালয়েশিয়া গমন করেন। ২৬ জানুয়ারি ১৯৫৬ সনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার মূল কারণ ছিল একজন মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করা কিন্তু এরপর তিনি স্বয়ং ইসলাম সম্পর্কে অনেক পড়াশুনা করেন। গভীর অধ্যায়ন করেন। এরপর মন-প্রাণ দিয়ে ইসলামী শিক্ষামালার উপর অনুশীলন করার চেষ্টা করেন বা অনুশীলন করতে শুরু করেন। ১৯৪৪ সনে প্রথম তিনি হজ করার তৌফিক লাভ করেন এবং সেখানে তিনি নামাযে খোদা তা'লার সমীপে এই দোয়া করেন, হজ পালন করার ক্ষেত্রে যে দুর্বলতা এবং ঘাটতি রয়ে গেছে হে খোদা! তুমি তা ক্ষমা কর আর আমি যখন আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি করব তখন পুনরায় আমাকে আরও একবার হজ করার তৌফিক দিও। সুতরাং তার এই দোয়া আল্লাহ্ তা'লা এভাবে পূর্ণ করেন যে, তাকে আহমদীয়া জামা'ত গ্রহণ করার তৌফিক দেন এবং আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর আরেকবার তিনি হজ করেন এবং অসংখ্যবার তিনি উমরা পালন করেন। ১৯৬৫ সনে জামা'তের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব (রা.) ১৯৬৮ সনে যখন ওয়াকফে আরজীর উদ্দেশ্যে ডেনমার্ক গমন করেন তখন এই ভদ্রলোক চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে থাকেন। তখন তিনি বয়আত করেন নি ঠিকই কিন্তু আহমদীয়া জামা'ত দ্বারা তিনি প্রভাবিত হচ্ছিলেন। আহমদীয়াতের শিক্ষায় তিনি প্রভাবিত হচ্ছিলেন, তার মনে অনেক প্রশ্ন ছিল। ১৯৬৯ সনে তিনি পাকিস্তান সফর করেন এবং হযরত চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করেন আর সফরকালে তিনি রাবওয়া যান এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। তখন পর্যন্ত তিনি আহমদীয়াত খুব গভীরভাবে অধ্যায়ন করেছিলেন। কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছিলেন না বা শান্তনা পাচ্ছিলেন না। হুযূর (রাহে.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতকালীন সময়ে তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করেন, এরপর তিনি বলেন এ কারণে সেখানেই আহমদীয়াতের সত্যতা আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। ফিরে এসে ৭ এপ্রিল ১৯৬৯ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর খেদমতে তিনি বয়আতের চিঠি প্রেরণ করেন এবং আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হোন। এরপর কাদিয়ান যাওয়ারও তিনি সৌভাগ্য লাভ করেন এবং সেখানে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমাধির পাশে দাড়িয়ে মহানবী (সা.)-এর সালাম পৌঁছানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত তিনি ডেনমার্কের ন্যাশনাল সেক্রেটারী মাল পদে অধিষ্ঠিত থেকে জামা'তের সেবা করার সুযোগ পান এবং এই ব্যবস্থাপনাকে সুসংগঠিত করেন। ১৯৮৫ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে জামা'তে আহমদীয়া ডেনমার্কের আমীর নিযুক্ত করেন। এর পূর্বে তিনি ২৭ এপ্রিল ১৯৮৩ সনে নায়েব আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন। হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব তার সম্পর্কে (ফারেন হেনসান) বলেন যে, তার স্ত্রী মালয়েশিয়ান মুসলমান ছিলেন। স্বামী স্ত্রী শুধুমাত্র নামে মুসলমান ছিলেন না বরং নিষ্ঠাবান এবং তারা নিয়মিত নামায-রোযা করতেন। চৌধুরী সাহেব বলেন, আমি খুব কমই পাশ্চাত্যের কোন মুসলমানকে এভাবে ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করতে দেখেছি।

তিনি কুরআন শরীফ পুনঃপ্রকাশ এবং অনুবাদ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। ১৯৮৯ সনে ডেনিস ভাষায় অনুদিত কুরআন শরীফের যে পরিমার্জিত এডিশন বা সংস্করণ যা কম্পিউটার কম্পোজ করা হয়েছিল তা ছাপা হয়। এতে সায়েন হেনসান সাহেব মূল্যবান খেদমত করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। মেডিসান সাহেবকে তিনি অনেক সাহায্য করেছেন। সর্বদা অর্থাৎ ১৯৮৬ থেকে আরম্ভ করে যত দিন পর্যন্ত তার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, (গত দুই বছর ছাড়া সম্ভবত) প্রতি বছর এখানে তিনি জলসায় ইউ.কে.-তে আসতেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যুগে যে আন্তর্জাতিক শূরা হত তাতে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে সহযোগিতা করারও সম্মান অর্জন করেছিলেন। স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশেগুলোতে যে যৌথ পত্রিকা বের হয় 'এক্টিভ ইসলাম' নামে এই পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। ১৯৮১ সনে প্রথমে ডেনমার্কে যয়ীমে আলা নির্বাচন করা হয় আর তখন সায়েন হেসান সাহেব যয়ীম নিযুক্ত হোন এবং ১৯৮৬ সন পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। সায়েন হেনসান সাহেবের স্ত্রী আহমদী ছিলেন না, বরং জামা'তের অনেক বেশি বিরোধি ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তার প্রতি সহানুভূতি এবং স্নেহসুলভ ব্যবহার তিনি রেখেছেন। কিন্তু জামা'তের সেবার ক্ষেত্রেও তিনি কোন ঘাটতি হতে দেন নি বা দুর্বলতা দেখান নি। নিয়মিত চাঁদা দিতেন, আর্থিক কুরবানীতে অগ্রগামী ছিলেন, তার কাছে যদি কোন অর্থ বেঁচে যেত, তা হলে তিনি একটি একাউন্টে তা জমা করতেন। যখন তিনি অবসর গ্রহণ করে ডেনমার্ক থেকে চলে যাচ্ছিলেন তখন তার গাড়ীও মিশন হাউসকে দিয়ে দেন। তার আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, সায়েন হেনসান সাহেব-এর কুরবানী প্রশংসার যোগ্য। ইনি মাশাআল্লাহ শুরু থেকেই নিষ্ঠাবান এবং নি:স্বার্থ ছিলেন। আর্থিক কুরবানীর দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি আদর্শস্থানীয়, কখনও তাকে স্মরণ করানোর প্রয়োজন পড়েনি। এরপর লিখেন, খোদা করুন জামা'তের অন্যান্য সদস্যরা যেন তার মত হয়ে যায়, তাহলে সেক্রেটারী মালের কাজ শুধুমাত্র রেকর্ড রাখাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে, স্মরণ করানোর জন্য তাকে আর সময় ব্যায় করতে হবে না। আর খোদা করুন, যেন এমনটিই হয়।

এখন নামাযের পর আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াব। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার স্ত্রী এবং সন্তানদেরকেও আহমদীয়াত গ্রহণ করার এবং আহমদীয়াতের শিক্ষার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

****

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019, Vol. 2. Thursday, 11 th May, 2017 Issue No. 19

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872 224 757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

কানাডিয়ান পার্লামেন্টে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর আগমণ

হুযুর আনোয়ারকে মেম্বার অফ পার্লামেন্টগণের সম্মান ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

(চতুর্থ পর্ব)

এরপর প্রোগ্রাম অনুসারে হুযুর আনোয়ার (আই.) এর প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রিডিউ-এর সঙ্গে সাক্ষাত পর্ব ছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) পার্লামেন্টের তৃতীয় তলে অবস্থিত কেবিনেট কক্ষে আসেন যেখানে প্রধানমন্ত্রী প্রতীক্ষা করছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী হুযুর আনোয়ারকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আজকে খলীফাতুল মসীহকে যে আমি স্বাগত জানাচ্ছি, এটা আমার কাছে বিরাট সম্মানের বিষয়। আমি এ বিষয়ে অবগত আছি যে, আপনাদের সম্প্রদায় সারা পৃথিবীতে "ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে"- এই বাণীর প্রসার করছে। আমাকে এও জানানো হয়েছে যে, কানাডায় এটি আপনার সব থেকে দীর্ঘ সময়ের যাত্রা এবং এরপরে আপনি টরেন্টো, সিস্কাটোন ও ক্যালগেরি যাচ্ছেন। আমরা আপনাদের সম্প্রদায় নিয়ে গর্বিত, কেননা আপনারা কানাডার উন্নতিতে অংশগ্রহণ করছেন। হুযুর আনোয়ার-এর নেতৃত্ব তৃপ্তিদায়ক, আমরা এর প্রতি সম্মান জানাই।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, এই কারণে যে, আপনারা এমন উদারভাবে আমাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন। আপনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর আপনাকে সরাসরি ব্যক্তিগতভাবে শুভেচ্ছা জানানোর সুযোগ হয়ে ওঠেনি। এখন সেই সুযোগ হয়েছে, আমি আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। হুযুর বলেন, আমি পত্রের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলাম।

প্রধানমন্ত্রী এর জন্য হুযুরকে ধন্যবাদ জানান।

হুযুর বলেন, আমি পার্লামেন্টের অধিবেশন দেখেছি। এটি খুব সুন্দর ছিল। আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। আমি এটিও দেখেছি যে, আপনি অত্যন্ত প্রশান্ত চিত্ত ছিলেন।

এর প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রথম দিকে আমাকে প্রশ্নের উত্তর দিতে হত। তাই চেষ্টা করতাম শান্ত থাকার এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা পার্লামেন্টের এমন সব বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেছেন যেগুলি বর্তমানে সর্বত্র সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। উগ্রবাদ এবং সন্ত্রাস প্রসঙ্গে আপনারা আলোচনা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন: আহমদীয়া সম্প্রদায় কানাডায় উচ্চমানে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করছে, যা নিয়ে আমরা গর্বিত। জামাত এখানে সিরিয়ার শরণার্থীদেরও তত্ত্বাবধান করেছে। শরণার্থীদের বিষয়ে আপনাদের ভূমিকা অত্যন্ত ইতিবাচক।

প্রধানমন্ত্রী বলেন: আরও একটি দৃষ্টান্ত হল এই যে, আপনারা যাবতীয় প্রকারের উগ্রপন্থার নিন্দা করেন। আপনারা দেশের প্রতি বিশ্বস্ত। প্রধানমন্ত্রী বলেন: বিগত সরকারে ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক একটি দপতর ছিল। আমরা সেই প্রতিষ্ঠানটিকে বদলে দিয়েছি, কেননা, পূর্বের দপতরের কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। আমরা চাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য যেন কেবলমাত্র মানবতা হয়।

এর প্রতিক্রিয়ায় হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি খুব ভাল কথা। পৃথিবীর এটি খুবই প্রয়োজন। সর্বত্র ন্যায়-নীতির অভাব রয়েছে। হুযুর দোয়া করেন যে, প্রত্যেক পুণ্য কর্মে আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সহায় হন। আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিন, আপনারা যেন এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা পৃথিবীকে শান্তির দিকে নিয়ে যাবে।

এর উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন: আমাদেরও এই একই ইচ্ছা। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর মুখোমুখি সাক্ষাত প্রায় পনের মিনিট পর্যন্ত চলতে থাকে। এরপর প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডু হুযুর আনোয়ার (আই.)-এক পার্শবর্তী কক্ষে নিয়ে যান যেখানে অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তারা হলেন:

১) অনারেবল নোদিব বেন্স (মিনিস্টার অফ ইনোভেশন সাইন্স এন্ড ইকনমিক ডেভলপমেন্ট) ২) অনারেবল ক্রিস্টি ডানকান (মিনিস্টার অফ সাইন্স) ৩) অনারেবল হরজিৎ সজ্জন (মিনিস্টার অফ ডিফেন্স) ৪) অনারেবল মিলানি জোলি (মিনিস্টার অফ হেরিটেজ) ৫) অনারেবল জন মালকুলাম (মিনিস্টার অফ ইমিগ্রেশন, সিটিজন শিপ এন্ড রিফিউজিজ) ৬) কার্লা কোয়ালট্রাফ (মিনিস্টার অফ স্পোর্টস এন্ড পার্সানস উইদ ডিসএবিলিটিজ)। এছাড়াও পার্লামেন্ট মেম্বার জুডি সিগরু উপস্থিত ছিলেন।

এই কক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও ছয়জন মন্ত্রী ও হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাতপর্ব প্রায় ৩০ মিনিট পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

প্রধানমন্ত্রী হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে পুনরায় স্বাগত জানান এবং জামাতের সেবামূলক কাজের উল্লেখ করে বলেন, জামাত আহমদীয়া হল সেই সম্প্রদায় যারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টারত রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদেরকেও ধন্যবাদ। আমি বিশেষ করে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই কারণ আপনি আহমদী শরণার্থীদেরকে গ্রহণ করেছেন। সিরিয়া থেকে আগত একাধিক পরিবার এবং লাহোরের শহীদদের পরিবারকে গ্রহণ করেছেন।

হুযুর আনোয়ার প্রধানমন্ত্রীকে সম্বোধন করে বলেন: ২০১২ সালে যখন প্রথম আপনার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল সেই সময় আমি আপনার জন্য দোয়া করেছিলাম এবং বলেছিলাম আপনি একদিন প্রধানমন্ত্রী হবেন। জানি না আপনার স্মরণ আছে কি না। এর উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার ভালভাবে স্মরণ আছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সেই সময় আমি একথাও জানতাম যে, আপনি সেই সমস্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত যারা মানবাধিকারকে সম্মান করে। এর প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন , আমি একথা বলতে পারি যে, প্রত্যেকটি দল আহমদীয়া জামাতকে সমর্থন করে। তারা আহমদীদের নীতি ও মূল্যবোধের প্রশংসা করে।

অন্যান্য সকল মন্ত্রীবর্গ একে একে নিজেদের পরিচয় করান। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে মিনিস্টার অফ হেরিটেজ অনারেবল মিলানী জুলী উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলেন, আগামী বছর কানাডার ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপিত হবে। আমি আশা করি আহমদীয়া সম্প্রদায় এতে উৎসাহ সহকারে অংশগ্রহণ করবে।

এর উত্তরে হুযুর বলেন: জামাত আহমদীয়া কানাডাও পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদযাপন করছে এবং তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে। এবছর তাদের ৪০তম বাৎসরিক জলসা ছিল। যুক্তরাজ্যে এবছর আমাদের জলসার ৫০তম জলসা ছিল। এই জলসায় ৩৮ হাজারেরও বেশি মানুষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কানাডার জলসায় প্রায় ২৫ হাজার মানুষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করেন যে, যুক্তরাজ্য এবং কানাডার আহমদীয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?

এর উত্তরে হুযুর বলেন: উভয় দেশেই সরকারি স্তরে জামাতের সুসম্পর্ক রয়েছে। যুক্তরাজ্যে সর্বপ্রথম আহমদীয়া পার্লামেন্টারী গ্রুপ তৈরি হয়েছিল। এখন কানাডাতে তৈরি হয়েছে। কানাডায় আহমদীদের সংখ্যা যুক্তরাজ্যের তুলনায় কম হবে। কিন্তু এখানে প্রশাসনের সঙ্গে জামাতের যে সম্পর্ক তৈরী হয়েছে এবং প্রশাসন এক্ষেত্রে যেভাবে সাড়া দেয় তা যুক্তরাজ্যের তুলনায় ভাল।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যুক্তরাজ্যে কতিপয় মুসলিম সংগঠন রয়েছে যারা চায় না যে প্রশাসনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভাল থাকুক। অপরদিকে আমরা চাই যে, মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকলে মিলে কাজ করি। পারস্পরিক ঐক্য থাকলে সেটি উত্তম। হুযুর আনোয়ার বলেন , এছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে এখানেও এবং যুক্তরাজ্যেও আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী হুযুর আনোয়ারকে প্রশ্ন করেন যে, আপনাদের এমন একটি সংগঠন যার বিরোধিতা হয়। তাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আপনি অন্যান্য সংখ্যালঘু বিষয়ক সমস্যাবলীকে কিভাবে দেখেন? উদাহরণ স্বরূপ লিঙ্গ বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক বিষয়ক সমস্যাবলী রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি। এই বিষয়ে আমাদের পথ-প্রদর্শন করুন।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি একটি প্রশ্নের মধ্যে অনেকগুলি বিষয় যুক্ত করেছেন। প্রত্যেক সমস্যাকে আমাদের পৃথক পৃথক ভাবে দেখতে হবে। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি একজন ধর্মীয় ব্যক্তি এবং মুসলমান হিসেবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে একথায় বলব যে প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতা পাওয়া উচিত। উদাহরণত প্রত্যেক মহিলার পূর্ণ শিক্ষা অর্জন করার অধিকার আছে। কিন্তু কিছু এমন ধর্মীয় বিষয়ও রয়েছে যেখানে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ করা অবাঞ্ছনীয়। যেমন- পর্দা।

পৃথকীকরণ রয়েছে- মহিলা ও পুরুষরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পৃথক পৃথক হলঘরে বসে থাকে। হুযুর আনোয়ার বলেন-পৃথককরণের যে বিষয়টি রয়েছে এ প্রসঙ্গে আপনাকে দেখতে হবে যে মহিলা কি চায়। যদি তারা পৃথক বসতে চায় এবং পৃথক বসলে বেশি স্বাচ্ছন্দ এবং স্বাধীনতা উপভোগ করে তবে প্রশাসনের এক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা দরকার।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি অর্থনৈতিক সমস্যার কথা বলেছেন। আর্থিক সমস্যার কারণে কিছু যুবক হতাশার শিকার হয়ে উগ্রবাদীদের সংগঠনের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। ইরাক যুদ্ধের পর থেকে এই সমস্যাটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ৯/১১ -এর পর এই প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কিছু নতুন দল ও সংগঠন তৈরী হয়েছে।

(ক্রমশঃ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir